সংসার সীমান্তে
A
তরুণ মজুমদারের
সমকালীন
চিত্র

শব্দপুনর্যোজন
মঙ্গেশ দেশাই
রাজকমল কলামন্দির (বম্বে)

সাজসজ্জা
পচা দাস। নিউ স্টুডিও সাপ্লাই

স্থির চিত্র
স্টুডিও এডনা লরেঞ্জ

মুল চিত্রনাট্য
রাজেন তরফদার

আলোকচিত্র
কে. এ. রেজা

সম্পাদনা
রমেশ যোশী

শিল্প নির্দেশনা
রবি চট্টোপাধ্যায়

রূপসজ্জা
গৌর দাস। দেবী হালদার

কর্মাধ্যক্ষ
দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্মসচিব
নিখিল সেনগুপ্ত

সংগঠক
তপন চক্রবর্তী। সমীর ঘোষ

গীত রচনা
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। হিমাংশু শেখর দাস
হালয়েল পাণ্ডে। তরুণ মজুমদার

শব্দগ্রহণ
অনিল নন্দন। সৌমেন চট্টোপাধ্যায়
বাবু পাতিয়ার। অমূল্য দাস
অনিল দাশগুপ্ত

সঙ্গীতানুলেখন
শ্যামসুন্দর ঘোষ। সমীর মজুমদার

পটশিল্প
চট্টোপাধ্যায় ও কয়াল

সহকারী পরিচালক
ধ্রুব রায়চৌধুরী। শ্রীনিবাস চক্রবর্তী
দিলীপ মুখোপাধ্যায়

অতিরিক্ত সহকারী
শ্যামল ঘোষ

নেপথ্য-কণ্ঠসঙ্গীত
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
ইলা বসু
ডাঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়
হৈমন্তী শুক্লা
শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
ছবি ভট্টাচার্য
প্রভাতী মুখোপাধ্যায়

নৃত্য পরিচালনা
শম্ভু ভট্টাচার্য

নিউথিয়েটার্স ১নং ও
টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে গৃহীত
এবং
আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে
ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

পরিস্ফুটন
অবনী রায়। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
অবনী মজুমদার। ফণীভূষণ সরকার
কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টুডিও তত্ত্বাবধান
প্রভাত দাস। আনন্দ চক্রবর্তী

আলোক সম্পাতে
দুখী নস্কর। প্রভাস ভট্টাচার্য
কেস্ট দাস। ব্রজেন দাস
অনিল পাল
মঙ্গল সিং। বেনু ধর
ভবরঞ্জন দাস
তারাপদ মায়া
রামদাস কোনার
সুনীল শর্মা। গোকুল হালদার
মধু গোস্বামী
হংসরাজ মৌর্য
কালী কোনার

সহকারীবৃন্দ

আলোক চিত্র
কৃষ্ণ ধর। শঙ্কর সরকার
বাউরীবন্ধু জানা
মুগল সর্দার
কানাই দাস

সম্পাদনা
শক্তিপদ রায়

শিল্প নির্দেশনা
সুরেশ চন্দ

সুরসৃষ্টি
সমরেশ রায়
বেলা মুখোপাধ্যায়

রূপসজ্জা
কেস্ট ঘোষ

সাজসজ্জা
অজিত দাস

শব্দধারণ
মুন্না রাম। বাবাজী শ্যামল

ব্যবস্থাপনা
জগদীশ মজুমদার
গোপাল দাস

শব্দ-পুনর্যোজন
গাঁদুগোপাল ঘোষ। রবীন চৌধুরী
ভোলানাথ সরকার

ভূমিকায়

সন্ধ্যা রায়
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
সুলতা চৌধুরী
শমিতা বিশ্বাস
সীতা মুখোপাধ্যায়
শিবানী বসু
অলকা গাঙ্গুলী
শেলী পাল। সুলেখা রায়
শিউলি মুখোপাধ্যায়
রত্না ঘোষাল। অনামিকা
গীতা কর্মকার
পার্বতী সাহা
পলিন চট্টোপাধ্যায়
উমা দেবী
তাপসী সেন
কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
উৎপল দত্ত (অতিথি)
শেখর চট্টোপাধ্যায়। রবি ঘোষ
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
কানু মুখোপাধ্যায়। সন্তু মুখোপাধ্যায়
অরুণ মুখোপাধ্যায়
আনন্দ মুখোপাধ্যায়
শৈলেন মুখোপাধ্যায়
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
অরুণ রায়
মন্মথ মুখোপাধ্যায়
অশোক মিত্র
মৃণাল মুখোপাধ্যায়

সুধীর ঘোষ
প্রযোজিত
প্রেমেন্দ্র মিত্রের
কাহিনী অবলম্বনে

সংসার সীমান্তে

চিত্রনাট্য সংলাপ ও পরিচালনা
তরুণ মজুমদার
সুরসৃষ্টি
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

গৌর শী। সমীর মুখোপাধ্যায়
মনু মুখোপাধ্যায়। কান্তিলাল শ্রীমল
শ্রীমান পার্থ। বিনয় লাহিড়ী। বলরাম রায়
সৌরেণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দীপক গাঙ্গুলী
শান্তি চট্টোপাধ্যায়। শিবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গজা বসু। অজেয় মুখোপাধ্যায়
নীহার চক্রবর্তী। ভুপেন চৌধুরী
দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্মল ঘোষ
মিহির পাল। ডাঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়
আরতী সিন্‌হা। রাজভাটনগর
শীলা। দেবযানী। রীতা। বুলবুল। বিভা
শ্যামল ঘোষ। লক্ষ্মী অধিকারী
হিমাংশু দাস। হীরালাল কুণ্ডু
হারাধন বসু। সুধাময় গৌতম
প্রলয় দত্ত। হাদয়েশ পাণ্ডে। জ্যাম বড়ুয়া
ডাঃ বলাই দাস। গামা বন্দ্যোপাধ্যায়
নিখিল সেনগুপ্ত। পরিতোষ রায়
অক্ষয় দাস। নির্মল সরকার। বাবু বন্দ্যোঃ
শঙ্কর চৌধুরী। কার্তিক। সুকুমার
শ্রীমান লক্ষীকান্ত। শ্রীমান বিশু। কমলেশ
সত্য কুণ্ডু। প্রবীর। অজিত ও শক্তি

পরিবেশনা
সমকালীন পিকচার্স এণ্ড ডিস্ট্রিবিউটর্স
প্যালেস কোর্ট ১ কীড স্ট্রীট কলিকাতা ১৬

প্রচার
বিদ্যুত্‌ চক্রবর্তী

॥ কাহিনী ॥

দেহ-পশারিনী রজনী. আর সিঁদেল চোর অঘোর। এদের নিয়েই আমাদের এই গল্প।

এক ঝড়জলের রাতে পাশের ভদ্রপাড়ায় চুরি করতে গিয়ে লোকজনের তাড়া খেয়ে অঘোর ঢুকে পড়ে এই গলিতে।
দুরের দাওয়ায় রজনী তখন একা দাঁড়িয়ে। একরকম জোর করেই অঘোর আশ্রয় নেয় তার ঘরে।
খানিকটা ভয় দেখিয়ে, খানিকটা দুটো করকরে টাকার বকশিশ কবুল ক'রে।
টাকা দুটো রজনীর খুবই দরকার ছিল, কারণ ক্রমাগত অর্ধাহার, অনাহার আর বাড়িউলির তাগাদা তাকে প্রায়
ঘেয়ো কুকুরের মত পাগল করে তুলেছিল।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে রজনী দেখে অঘোর অদৃশ্য, সেই সঙ্গে তার দেওয়া দুটো টাকাও। নিপুন হাতে
শাড়ির আঁচল কেটে নিয়ে লোকটা তার হাতের কেরামতি দেখিয়ে গেছে।

প্রতিশোধের সুযোগ এল দুদিন পরে। এক পড়ন্ত বিকেলে ফুলবাবুটি সেজে অঘোর এসে হঠাৎ আবার হাজির—
বগলের মোড়কে কোথকে চুরি করা একটা রং-বেরং এর শাড়ি। মুহূর্তে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করল রজনী।
বস্তির লোক চোরের মার মেরে আধমরা করে ফেলল অঘোরকে। এমন সময় কে যেন ছুটে এসে
বলল, গলিতে পুলিশ। শান্তি দাতারা মুহূর্তে উধাও। হাতে হাতকড়ি নিশ্চিত জেনে
বাড়িউলি মাসি খেপে উঠল রজনীর ওপর। এখন সামলাক, যেমন করে পারে।
অগত্যা রক্তাক্ত অঘোরকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হল নিজের ঘরে।
সেবা-শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তোলার দায়িত্বটাও বর্তাল রজনীর ঘাড়েই।

কিন্তু বাঁচিয়ে তুলতে গিয়ে নিজেও যে বাঁচার একটা পথ হঠাৎ খুঁজে পাবে, একথা কি সে তখনো জানত রজনী ?
পুরুষের শরীর যার কাছে কোন রহস্যই নয়, পুরুষের কাছ থেকে তার আর কি পাওনা থাকতে পারে ?
কিন্তু ছিল। ভদ্রসমাজ শুনে হাসতে পারেন, তার নাম ভালবাসা। একটি চোর আর একটি
পতিতা মেয়ের ভালবাসা। সংসারের রাজপথ থেকে নির্বাসিত, কিন্তু সংসার-বাসনার
মায়া কাজল তারা নিজের হাতেই পরেছে। এখন দেখা যাক।

॥ গান ॥

এক

আমি হৃদয়-মুকুতা দিয়ে এই মালা
তোমারি তরে গেঁথেছি,
হৃদয়-কানন উজাড় করিয়া
বাসর-শয়ন পেতেছি।

এসো এসো প্রিয়ে ধরা দাও বুকে,
কাটাবো জনম সুখের পুলকে,
তোমার বেদনা সহিতে পারিনা
তাই তো ওগো এসেছি।

মনে মনে বঁধু যত সাধ জাগে
ভরে দাও তারে স্বপনে সোহাগে
জীবনে মরণে জনমে জনমে
শুধুই তোমারে চেয়েছি।

দুই

ঠেক্‌কা ঃ
ও সাধের জামাই রে
তুই নি ক্যান ভাতার হইলি না ?
খাইতে দিতাম পিঠা পায়েস,
শুইতে দিতাম বিছানা।
পিঠার তো নাই চাউলের গুড়া
বিছানার নাই কাঁথা,
আর বিন বালিশে কোলের পরে
রাখতাম তোমার মাথা রে—
তুই নি ক্যান ভাতার হইলি না ?

মোতিয়া ঃ
কাঠওয়া কা পুতুরা স্বরগওয়া সে উৎরা
পুতুরা তোহ্‌কে লেইকে না হা—।
ধানী রং চুনরী, বসন্তী রং লহংগা,
নথ্‌নী হম্ পাঁই কাঁহা—,দাম বড়া মহংগা
সাধি সুখ ছোড়ে দেব, সাতুয়া পর কাটি লেব
দুখ সুখ ও সাজনা।

ফুল্লরা ঃ
কলকাতিয়া বাবু রে—
তুই না মতে কহিথিলু করিবু কনিয়া,
শংখা দবু, সিন্দুর দবু, শাড়িটা বঁড়িয়া,
সনঝ্ বেলে তুলসীমুলে মারমি মুঁড়িয়া
বলি শংখটে কিনিলি সাত উংকিয়া।

ডামিনী ঃ
যখন ছিল কাঁচা বয়েস
তখন কেন এলে না হায় ?
পিতলের বাটা থেকে
পান জর্দা দিতাম তোমায়।
চুলে এখন পাক ধরেছে,
হেথায় হোথায় টাক পড়েছে,
তবু—এ মাথায় ঘোমটা দিলে
এখনো তো ভালই দ্যাখায়।

পক্ষী ঃ
পরের মাচায় লাউয়ে মাসি নজর দিও না।
শুঁয়ো পোকা আছে ডালে দেবে যন্ত্রণা।
কালো প্যাঁচার হয় যদি সাধ
পাউডার মেখে হবে সে চাঁদ,
তবু, ওই চাঁদ দেখবে না কেই
রাহু তাকেও গিলবে না।

ঠেক্‌কা ঃ
তুমি যদি হইতা রাজা
পেরজা হইতাম মোরা,
আর, প্যাটের জ্বালা জুইলা খাইতাম
নিত্যি মাছের মুড়ারে—
তুই নি ক্যান রাজা হইলি না ?
ওরে ও সাধের জামাই রে—
তুই নি ক্যান রাজা হইলি না ?

তিন

সুজন কাণ্ডারী,
আমারে নি নিয়া দিবা সাত সাগরে পাড়ি ?

আনচান আনচান করে নদী,
আন্‌চান্ নদীর ঢেউ,
আমার বুকে কিসের আনচান
নেয় কি খবর কেউ ?
তাঁটির বাঁকে পারের ঘাটে
আর কত কাল একা কাটে,
তুমি বন্ধু না তরাইলে আমি কাইন্দা মরি।

বন্ধুর বাড়ি আমার বাড়ি,
মধ্যে অগাধ নদী,
উইড়া যাইবার সাধ ছিল হায়,
পঙ্খ দেয় নাই বিধি।

এমন কপাল হইত যদি
ভাসতাম তোমার সাথে,
আমার জীবন মরণ সব ভাসাইতাম
তুমি বইঠা নিলে হাতে।
তুমি যদি ডুবাও মোরে,
ডুবতে আমার ভয় কি ওরে,
এক ডুবেতেই সব কলঙ্ক
ধুইয়া লইতে পারি।

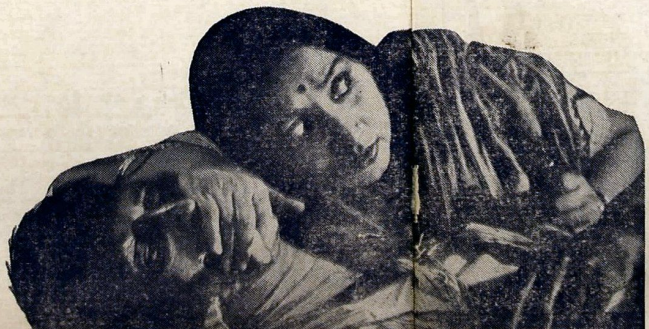

SANSAR SEEMANTEY

(THE OUTSIDERS)

Rajani and Aghor—A Prostitute and a Thief—Both Social Castaways.

On a Stormy Night, Rajani waits in vain for a Customer in the Feeble Light of a Lamp that Flutters like her hope. The Rain, the Storm, the Wind-Swept, Bare, Muddy Lane are all very Frustrating. Still, she must wait—she badly needs Money !

Aghor, chased after an attempt at house-breaking, forces his way into her room. She dislikes the man, yet likes him too, specially when he offers her a fresh Two-Rupee Note. But next morning she wakes up to the bitter realisation that Aghor is gone—and with him is gone, too, her hard-earned Two-Rupee Note. Thus the two meet-through deception and hatred.

And it is Aghor again—newly dressed—greeting Rajani with a brazen smile—only a few days after that filthy nocturnal encounter. Nemesis is afoot—a row, a scuffle—Rajani thunders—Aghor, mercilessly beaten by her neighbours, lies Prostrate, smudged with blood. Somebody yells 'Police !'—And a helpless Rajani carries a fainting Aghor to her room to save the situation. Now—Nursing the man she hates—cooking food for him while she herself feels the gnawings of hunger—Rajani is driven to desperation. Yet, could it so happen that day after day—nursing and cursing—hatred turns into tolerence, tolerance into longing and longing into—would it be impolite to say—love ? Love between two homeless persons who dream of having a home on the highway of life which winds away from them forever !

Let us see.....

ভারতীয় ছায়াছবিতে এই প্রথম !

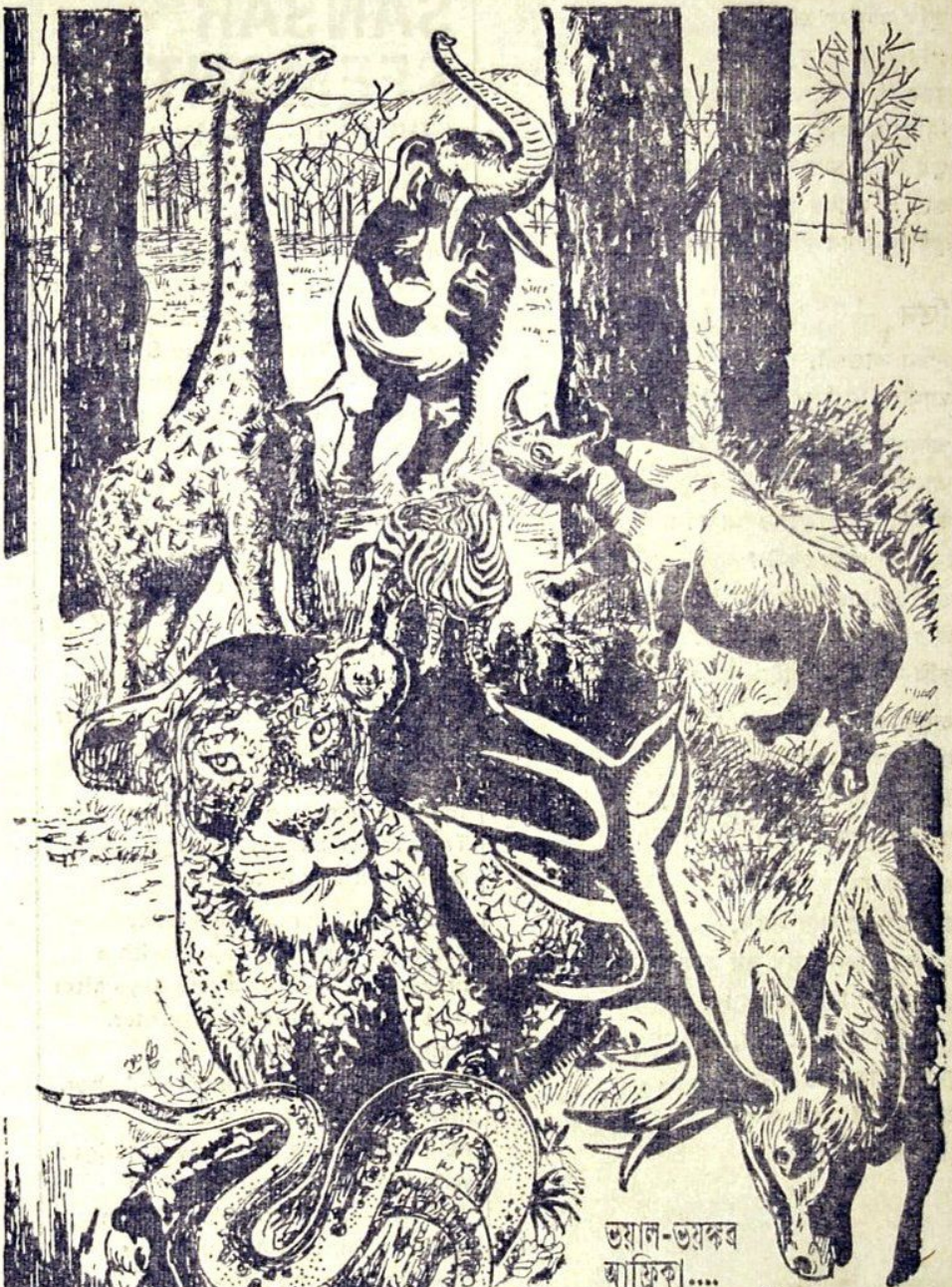

ভয়াল-ভয়ঙ্কর
আফ্রিকা....
গহন জঙ্গলে প্রতি পদে পদে
মৃত্যুর ইশারা....
তারই মধ্যে এক বেপরোয়া
বাঙালী তরুণের রুদ্ধশ্বাস
এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী !

চাঁদের পাহাড়

(রঙীন ছবি)

সুবীর ঘোষ প্রযোজিত
সমকালীন পিকচার্সের
নিবেদন

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী ॥ চিত্রনাট্য-পরিচালনা **তরুণ মজুমদার**

আমাদের পরিবেশনায় পরবর্তী চিত্র !

এসডি প্রিন্টার্স কলিকাতা ৬